দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 FEB 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

ভারতীয় বইয়ের দেদার আমদানী ঃ দেশের প্রকাশনা শিল্পে সংকট

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

এবারের একুশে বইমেলায় নতুন বই আসবে কম। অধিকাংশ প্রকাশনা সংস্থা আগের বছরগুলোর তুলনায় এবার অর্ধেক বা তার চেয়েও কম সংখ্যক নতুন বই প্রকাশ করছে। অন্যদিকে মেলা উপলক্ষে প্রকাশিতব্য বইয়ের দামও বাড়ছে। বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে এ খবর জানা গেছে।

এর পাশাপশি ঢালাওভাবে বৈধ ও অবৈধভাবে ভারতীয় বই আমদানীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এদেশের প্রকাশকেরা। কারচুপির মাধ্যমে ভারতীয় বই প্রকাশের বিরুদ্ধেও তারা সোচ্চার।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

কাগজের দাম বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে বেড়েছে ছাপার খরচ। তাই প্রকাশকরা তাদের নতুন প্রকাশনার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। অপরদিকে বৈধ পথে এবং অবৈধ পন্থায় ভারতীয় বইয়ের দেদার আমদানীর ফলে এ দেশের সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে বাংলা একাডেমীতে তিন সপ্তাহব্যাপী একুশে বইমেলা শুরু হচ্ছে। প্রকাশকরা বই মেলায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখন তাদের নতুন বইয়ের ছাপার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বাংলা বাজারে বেশ কয়েকজন প্রকাশকের সঙ্গে কথা হয়। তাঁরা প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটের কথা তুলে ধরেন।

দেশের অন্যতম বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মুক্তধারা এবারের বইমেলা উপলক্ষে মাত্র ২৫টি নতুন বই প্রকাশ করছে। অথচ গত বছরের মেলায় এ প্রতিষ্ঠানটির নতুন বইয়ের সংখ্যা ছিল ৭০টি। প্রাচীন প্রকাশনা সংস্থা খান ব্রাদার্স এবার মাত্র তিনটি বই প্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছে। গত মেলায় এদের প্রকাশনা ছিল সাতটি। গত বছর মেলা উপলক্ষে পাঁচটি নতুন বই প্রকাশ করলেও এবার মাত্র দু'টি বই ছাপছে মাওলা ব্রাদার্স। নওরোজ কিতাবিস্তান এবার সাতটি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত বছর মেলা উপলক্ষে এ প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ছিল দশটি। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা এবার ১৩টি বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র আটটি নতুন বই ছাপছে। দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই এ বছরের মেলায় কম বই নিয়ে আসছে।

বইমেলা উপলক্ষে নতুন বইয়ের প্রকাশনা কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রকাশকদের বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। তাঁরা প্রকাশনা শিল্পের বর্তমান সংকটের জন্যে মূলতঃ কয়েক দফা কাগজের দাম বাড়ানোর এবং ঢালাওভাবে ভারতীয় বইয়ের আমদানীকে দায়ী করেছেন।

প্রকাশকরা জানান ঃ ডাব্‌ল ডিমাই (৩৬ পাউন্ড) কাগজের দাম গত বছরে দু'দফা বাড়ানো হয়। সর্বশেষ গত সপ্তাহে বিসিআইসি এই কাগজের দাম আবার দশ শতাংশ বাড়িয়েছে। প্রকাশকরা সরাসরি মিল থেকে কাগজ পান না। তাঁদের ডিলারদের কাছ থেকে কাগজ কিনতে হয়। মিল নির্ধারিত (মিল রেট) দামের সঙ্গে ডিলারদের কমিশন যুক্ত হয়ে খোলাবাজারে যে দামে কাগজ বিক্রি হওয়ার কথা তার চেয়ে ৩০ থেকে ৩৫ ভাগ বেশি দামে কাগজ বিক্রি হচ্ছে।

খান ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী কে এম ফিরোজ খান গতকাল এই প্রতিবেদককে বলেন, গত সপ্তাহে আবার কাগজের দাম বাড়ানোয় এখন প্রকাশকদের সাড়ে আট শ' টাকা পর্যন্ত দাম দিয়ে ডাবল ডিমাই (৩৬ পাউন্ড) কাগজ কিনতে হচ্ছে। মিল নির্ধারিত দামের চেয়ে যা দু'শ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে আড়াই শ' টাকা পর্যন্ত বেশি।

এ প্রসঙ্গে স্টুডেন্ট ওয়েজের স্বত্বাধিকারী লিয়াকতউল্লাহ বলেন, একদিকে মিল থেকে এক বছরের মধ্যে তিন দফা কাগজের দাম বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে এক শ্রেণীর ডিলার কমিশনের পরও অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্যে কাগজের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রাখছে। ফলে প্রকাশকরা অতিরিক্ত দাম দিয়ে কাগজ কিনতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থার স্বত্বাধিকারী আলমগীর রহমান ভারতীয় বই আমদানী প্রসঙ্গে বলেন ঃ বৈধ ও অবৈধ পথে ঢালাওভাবে ভারতীয় বইয়ের আমদানী দেশের সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনাকে অনিশ্চিত করে তুলছে। আমদানী লাইসেন্সের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী সব ধরনের ভারতীয় বই দেদার আমদানী করছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে "আদিরসের গল্প" বা এ ধরনের বই আমদানীর যৌক্তিকতা কোথায়? তিনি আরও বলেন ঃ এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সরাসরি বই আমদানী না করে ভারতীয় লেখকদের ভারতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত বইয়ের শীট অবৈধভাবে বাংলাদেশে নিয়ে আসছে। এই শীটের সঙ্গে এখানে ছাপানো বাংলাদেশের প্রকাশকের নাম ব্যবহার করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এ ধরনের বইয়ের দামও তুলনামূলকভাবে অনেক কম রাখা হয়। ফলে বাংলাদেশের সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশকরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

বড়াল প্রকাশনীর সমীর কুমার দাস এবং সংস্কৃতি প্রকাশনীর ফিরোজ আহসান বলেন, ভারতীয় বইয়ের ঢালাও আমদানী এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে এদেশের সৃজনশীল বইয়ের প্রকাশনা সংস্থাগুলোর টিকে থাকাই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রকাশকরা বলেন, তাঁরা ভারতীয় বই আমদানীর বিরোধী নন। তবে তা হতে হবে সঠিক পথে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতে বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন লেখকের বইয়ের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার অভাবে সেখানে বই যাচ্ছে না। আর এ ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি।

এদিকে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, নতুন বইয়ের দামও বেশ বাড়ছে। গত বছর পর্যন্ত যে বইয়ের দাম ছিল ২৫ টাকা, তার দাম এবার ৩৫ টাকায় দাঁড়াচ্ছে। বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিতব্য সব ধরনের নতুন বইয়ের দাম বাড়ছে।